দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ব্যতিক্রমী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এক প্রতিবন্ধী

■ লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা সদরের রশিদার পাড়ার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রম তাঁর এ উদ্যোগ। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে-পড়া শিশুদের খুঁজে এনে বিনাবেতনে পড়ার ব্যবস্থা করতে নিজেই গড়ে তুলেছেন নূরিয়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। ২০১৫ সালের পিএসসি পরীক্ষায় সেখান থেকে ১১ জন শিক্ষার্থীর ৯ জন পাস করে।

পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক শহিদুল ইসলাম সমাজের চোখে বিত্তবান নন। ছোট-খাট ব্যবসা করেন তিনি। ১৯৯৯ সালে দুর্বৃত্তের হামলায় পা হারিয়েছেন। চলাফেরা করেন হুইল চেয়ারে। ব্যবসা থেকে টাকা জমিয়ে ২০১২ সালে গড়ে তুলেন এই প্রতিষ্ঠানটি। জমি ক্রয় করে ইতোমধ্যে সেখানে একতলা ভবন নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে মাদ্রাসাটিতে ৩ জন মহিলা ও ১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষকসহ মোট ৮ জন শিক্ষক রয়েছে। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জানান, এলাকার ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে তিনি মানসিকভাবে শান্তি পাচ্ছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান জানান, যেখানে বিত্তবান ও সুস্থ ব্যক্তিরা শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে না সেখানে একজন প্রতিবন্ধীর এ কাজ উৎসাহব্যঞ্জক। শহিদ ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।